''বাবা সমান হওয়ার সহজ পুরুষার্থ - আজ্ঞাকারী হও''

আজ বাপদাদা নিজের 'হোলিহংস মন্ডলী'কে দেখছেন। প্রত্যেক বাচ্চা হোলিহংস। সদা মনে জ্ঞান-রত্নরাজির মনন করতে থাকে। হোলিহংসের কাজই হলো ব্যর্থের কাঁকর ছেড়ে জ্ঞান-রত্নরাজির মনন করা। একেক রত্ন কত অমুল্য! প্রত্যেক বাচ্চা সমূহ জ্ঞান-রত্নের আকর হয়ে গেছে। জ্ঞান-রত্নের ভান্ডারে সদা পরিপূর্ণ থাকে।

আজ বাপদাদা বাচ্চাদের মধ্যে এক বিশেষ বিষয় চেক করছিলেন। সেটা কী ছিল? জ্ঞান বা যোগের সহজ ধারণার সহজ সাধন হলো বাবা আর দাদার 'আজ্ঞাকারী' হয়ে চলা। বাবার রূপেও আজ্ঞাকারী, শিক্ষকের রূপেও আর সদ্গুরুর রূপেও। তিন রূপেই আজ্ঞাকারী হওয়া অর্থাৎ সহজ পুরুষার্থী হওয়া, কেননা তিন রূপের দ্বারাই বাচ্চাদের আজ্ঞা প্রাপ্ত হয়েছে। অমৃতবেলা থেকে শুরু করে রাত পর্যন্ত সবসময় সব কর্তব্যের আজ্ঞা প্রাপ্ত হয়ে থাকে। আজ্ঞানুসারে চলতে থাকলে তবে কোনও রকমের পরিশ্রম কিংবা কাঠিন্য অনুভব হবে না। সবসময়ের মন্সা সঙ্কল্প, বাণী আর কর্ম তিন রকমেরই আজ্ঞা স্পষ্টরূপে প্রাপ্ত হয়েছে। ভাবারও আবশ্যকতা নেই যে এটা করবো কি করবো না। এটা রাইট নাকি এটা রং। ভাবারও পরিশ্রম নেই। পরমাত্ম-আজ্ঞা সদাই শ্রেষ্ঠ। তো সব কুমার যারাই এসেছো, খুব ভালো সংগঠন। তো প্রত্যেকে বাবার হওয়ার সাথে সাথেই বাবার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছো? যখন বাবার হয়েছো তো সবচাইতে আগে কোন্ প্রতিজ্ঞা করেছো? বাবা তন, মন, ধন যা কিছু আছে, কুমারদের কাছে ধন তো বেশি থাকে না, তবুও যা আছে সব আপনার। এই প্রতিজ্ঞা করেছো? তনও, মনও, ধনও আর সম্বন্ধও সব তোমার সাথে - এই প্রতিজ্ঞাও পাক্কা করেছো? যখন তন-মন-ধন, সম্বন্ধ সব তোমার তো 'আমার' কি থাকলো! আমিত্ববোধের

কিছু থাকে? আর কিইবা থাকে? তন, মন, ধন জন... সব বাবাকে হস্তান্তর করে দিয়েছো। যারা প্রবৃত্তির তারা কী করেছো? যারা মধুবনের তারা কী করেছো? পাক্কা তো না! যখন মনও বাবার হয়েছে তখন মন আমার নয় তো না! নাকি মন আমার? আমার মনে করে ইউজ করতে হবে? যখন মন বাবাকে দিয়ে দিয়েছো তো সেটাও তোমাদের কাছে 'আমানত'। তাহলে যুদ্ধ কেন করছো? আমার মন বিরক্ত, আমার মনে ব্যর্থ সঙ্কল্প আসে, আমার মন বিচলিত..., যখন আমারই নয়, গচ্ছিত রয়েছে তখন আমানতকে নিজের মনে করে ইউজ করা, আমানতে অনধিকার প্রয়োগ করা নয়? মায়ার দরজা হলো - "আমি" আর "আমার"। সুতরাং তনও তোমার নয়, তাহলে দেহ-অভিমানের আমি কোথা থেকে এসেছে! মনও তোমার নয়, তো আমার-আমার কোথা থেকে এলো! তোমার নাকি আমার? বাবার। নাকি শুধুই বলতে হয়, করতে হবে না? বলতে হবে বাবার আর মানতে হবে আমার! কেবল প্রথম প্রতিজ্ঞা স্মরণ করো যে, না বডি কন্সিয়াসের - "আমি", না "আমার"। সুতরাং যা বাবার আজ্ঞা - তনকেও আমানত মনে করো, মনকেও আমানত মনে করো। তাহলে পরিশ্রমের প্রয়োজন হয় কি? কোনও দুর্বলতা যদি আসে তো এই দু'টো শব্দ থেকে আসে - "আমি এবং আমার"। তো না তোমাদের তন আছে, না বডি-কন্সিয়াসের "আমি"। মনে যে কোনো সঙ্কল্পই চলুক না কেন যদি আজ্ঞাকারী হও তো বাবার আজ্ঞা কী? পজিটিভ ভাবো, শুভ ভাবনার সঙ্কল্প করো। অনর্থক সঙ্কল্প করো - এটা বাবার আজ্ঞা কী? না। তো যখন তোমাদের মনই নেই তবুও ব্যর্থ সঙ্কল্প করো, বাবার আজ্ঞাকে প্র্যাকটিক্যালি প্রয়োগ করনি তো না! শুধু একটা শব্দ স্মরণ করো যে, 'আমি পরমাত্ম-আজ্ঞাকারী বাচ্চা।' এই আজ্ঞা বাবার নাকি না! সেটা ভাবো। যারা আজ্ঞাকারী বাচ্চা হয় তারা সদা আপনা থেকেই বাবার স্মরণে থাকে। আপনা থেকেই প্রিয় হয়। আপনা থেকেই বাবার সমীপে থাকে। সুতরাং চেক করো আমি বাবার সমীপ, বাবার আজ্ঞাকারী? একটা শব্দ অমৃতবেলায় স্মরণ করতে পারো - "আমি কে?" আমি আজ্ঞাকারী নাকি কখনো আজ্ঞাকারী আর কখনো আজ্ঞা থেকে সরে যাই?

বাপদাদা সদা বলেন, যে কোনও রূপের মধ্যে যদি এক বাবার সম্বন্ধই স্মরণে থাকে, হৃদয় থেকে বের হয় - 'বাবা', তাহলে সমীপে অনুভব করবে। মন্ত্রের মতো ব'লো না "বাবা-বাবা", তারা রাম রাম বলে তোমরা বাবা বাবা বলো, কিন্তু হৃদয় থেকে যেন বের হয় - 'বাবা'! সব কর্ম করার আগে চেক করো, মনের প্রতি, তনের প্রতি কিংবা ধনের প্রতি বাবার আজ্ঞা কী? কুমারদের কাছে যতই কম ধন থাক কিন্তু ধনের হিসাবপত্র (পোতামেল) যেভাবে রাখতে বাবা আজ্ঞা দিয়েছেন সেভাবে রেখেছো? নাকি যেভাবে আসে সেভাবেই চালাও? প্রত্যেক কুমারের ধনেরও হিসাব-নিকাশ রাখা উচিত। ধন কোথায় এবং কীভাবে ইউজ করতে হবে, মনকেও কোথায় এবং কীভাবে ইউজ করতে হবে, তনকেও কোথায় উপযোগী

করে তুলতে হবে, এই সব হিসাব-নিকাশ হওয়া প্রয়োজন। তোমরা দাদিরা যখন ধারণার ক্লাস করাও তখন বোঝাও তো না যে ধন কীভাবে ইউজ করতে হবে! কী পোতামেল রাখতে হবে! কুমারদের জানা আছে কীভাবে পোতামেল রাখতে হবে! কোথায় নিয়োজিত করতে হয় সেটা জানা আছে তোমাদের? অল্পসংখ্যকই হাত তুলছে, নতুনরাও আছে, এদের জানা নেই। এদেরকে এটা অবশ্যই বলে দাও কি কি করতে হবে! নিশ্চিন্ত হয়ে যাবে, বোঝা মনে হবে না। কেননা, তোমাদের সকলের লক্ষ্য আছে যে, কুমার মানে লাইট। ডবল লাইট। কুমারদের লক্ষ্য আছে তো না যে, আমাকে নম্বর ওয়ানে আসতে হবে? তো লক্ষ্যের সাথে লক্ষণও থাকা উচিত। লক্ষ্য খুব উঁচু আর লক্ষণ নয় তাহলে লক্ষ্য পর্যন্ত পৌঁছানো কঠিন। সেইজন্য যা বাবার আজ্ঞা তা' সদা বুদ্ধিতে রেখে তারপরে কার্যে এসো।

বাপদাদা আগেও বুঝিয়েছিলেন যে, ব্রাহ্মণ জীবনের মুখ্য খাজানা হলো - সঙ্কল্প, সময় আর শ্বাস। তোমাদের শ্বাসও অমূল্য। একটা শ্বাসও কমন যেন না হয়, ব্যর্থ যেন না হয়। ভক্তিতে বলে - শ্বাসে শ্বাসে নিজের ইষ্টকে স্মরণ করো। শ্বাসও যেন ব্যর্থ না যায়। জ্ঞানের খাজানা, শক্তির খাজানা... এসব আছেই। কিন্তু মুখ্য তিন খাজানা এগুলো - সঙ্কল্প, সময় আর শ্বাস, আজ্ঞা অনুসারে সফল হয়? ব্যর্থ হয়ে যায় না তো না? কেননা, ব্যর্থ হলে সঞ্চয় হয় না। আর সঞ্চয়ের খাতা এই সঙ্গমেই জমা করতে হবে। হয় সত্যযুগ, ত্রেতায় শ্রেষ্ঠ পদ প্রাপ্ত করতে হবে, নয়তো দ্বাপর, কলিযুগে পূজ্য পদ প্রাপ্ত হওয়ার থাকে, কিন্তু দুয়ের জমা এই সঙ্গমেই সঞ্চয় করতে হবে। এই হিসাবের দ্বারা ভাবো যে, সঙ্গম সময়ের জীবনের, ছোট একটা জন্মের সঙ্কল্প, সময়, শ্বাস কত অমূল্য! এই ব্যাপারে নিশ্চেষ্ট হয়ো না। যেমন এসেছে তেমনভাবে দিন কেটে গেছে, দিন কেটে যায়নি বরং এক একদিনে অনেক অনেক খুইয়েছো। যখনই কোনো অহেতুক সঙ্কল্প, নিরর্থকভাবে সময় চলে যায় তখন এমন মনে ক'রো না - যাক গিয়ে ৫ মিনিটই তো গেছে! সংরক্ষণ করো। সময় অনুসারে দেখো প্রকৃতি নিজের কার্যে কত প্রখর! কিছু না কিছু খেলা দেখাতেই থাকে। কোথাও না কোথাও খেলা দেখাতে থাকে। কিন্তু প্রকৃতিপতি ব্রাহ্মণ বাচ্চাদের খেলা একটাই - উড়তি কলার। তো প্রকৃতি খেলা তো দেখায় কিন্তু ব্রাহ্মণ নিজের উড়তি কলার খেলা দেখাচ্ছো?

কোনো এক বাচ্চা বাপদাদাকে উড়িস্যার রেজাল্ট লিখে জানিয়েছে, এই হয়েছে, ওই হয়েছে....। তাহলে প্রকৃতির সেই খেলা তো দেখে নিয়েছো। কিন্তু বাপদাদা জিজ্ঞাসা করেন যে, তোমরা শুধু প্রকৃতির খেলা দেখেছো নাকি নিজের উড়তি কলার খেলায় বিজি ছিলে? নাকি শুধু সমাচারই শুনতে থেকেছো? সমাচার তো সব শুনতেও হয়, কিন্তু সমাচার শুনতে যতটা ইন্টারেস্ট থাকে ততটা নিজের উড়তি কলার স্থিতি বজায় রাখতে ইন্টারেস্ট ছিল? কিছু বাচ্চা গুপ্ত যোগীও ছিল, এমন গুপ্ত যোগী বাচ্চাদের বাপদাদার অনেক সহায়তাও প্রাপ্ত হয় আর এমন বাচ্চারা নিজেরাও অনড়, সাক্ষী হয়ে থেকেছে এবং সময়মতো বায়ুমন্ডলেও সহযোগ দিয়েছে। যেমন স্থূল সহযোগ যারা দেয়, হয় গভর্নমেন্ট, আশেপাশের লোকজন সহযোগ দেওয়ার জন্য তৈরি হয়ে যায়, তেমন ব্রাহ্মণ আত্মারাও নিজেদের সহযোগ - শক্তি, শান্তি দেওয়ার, সুখ দেওয়ার যে ঈশ্বরীয় শ্রেষ্ঠ কার্য আছে, তা' করেছো? যেমন ওই গভর্নমেন্ট এটা করেছে, অমুক দেশ এটা করেছে... তড়িঘড়ি ক'রে অ্যানাউন্সমেন্ট করতে লেগে যায়, তো বাপদাদা জিজ্ঞাসা করেন - তোমরা ব্রাহ্মণরা নিজেদের এই কার্য করেছো? তোমাদেরও অ্যালার্ট হওয়া উচিত। স্থূল সহযোগ দেওয়া সেটাও আবশ্যক। এতে বাপদাদা নিষেধ করেন না, কিন্তু ব্রাহ্মণ আত্মাদের যেটা বিশেষ কার্য, যা আর কেউ সহযোগ দিতে পারে না, এমনভাবে অ্যালার্ট হয়ে সহযোগ দিয়েছো তোমরা? দিতে হবে তো না! নাকি তাদের শুধু বস্ত্র প্রয়োজন, আনাজ প্রয়োজন? কিন্তু প্রথমে তো মনে শান্তি চাই, মোকাবিলা করার শক্তি চাই। তো স্থূলভাবে করার সাথে সাথে সূক্ষ্ম সহযোগ ব্রাহ্মণই দিতে পারে আর কেউ দিতে পারে না। এটা তো কিছুই না, এটা তো রিহার্সাল। রিয়েল তো আসবে। যা আসছে তার রিহার্স করাচ্ছেন তোমাদের বাবা এবং সময়। তো যে শক্তি, যে খাজানা তোমাদের কাছে আছে, সেসব সময় মতো ইউজ করতে জানো তোমরা?

কুমার কী করবে! শক্তি জমা আছে তোমাদের? শান্তি জমা আছে? কীভাবে ইউজ করতে হয় জানো? হাত তো খুব ভালো তোলো তোমরা, এখন প্র্যাকটিক্যালি দেখাও। সাক্ষী হয়ে দেখতেও হবে, শুনতেও হবে আর সহযোগ দিতেও হবে। একদম অন্তিমে যখন রিয়েল পার্ট প্লে হবে, তা'তে সাক্ষী আর নির্ভীক হয়ে দেখতেও হবে আর পার্ট প্লেও করতে হবে। কোন্ পার্ট? দাতার বাচ্চারা, দাতা হয়ে আত্মাদের যা চাই তা' দিতে থাকবে। তোমরা মাস্টার দাতা তো না? স্টক জমা করো, নিজের কাছে যতটা স্টক হবে, ততটাই দাতা হতে পারবে। অন্ত পর্যন্ত নিজের জন্যই জমা করতে থাকবে তো দাতা হতে পারবে না। অনেক জন্মের জন্য যে শ্রেষ্ঠ পদ প্রাপ্ত হওয়ার আছে, তা' প্রাপ্ত করতে পারবে না, সেইজন্য এক তো নিজের জন্য স্টক জমা করো। শুভ ভাবনা, শ্রেষ্ঠ কামনার ভান্ডার যেন সদা পরিপূর্ণ থাকে। দুই - যে বিশেষ শক্তিগুলো রয়েছে, সেই শক্তিগুলো যে সময় যে শক্তির প্রয়োজন তা'যেন দিতে পারো। সেই সময় অনুসারে শুধু নিজের পুরুষার্থে সঙ্কল্প আর সময়

দাও, সেইসাথে দাতা হয়ে বিশ্বকেও সহযোগ দাও। তোমাদের নিজের জন্য কী পুরুষার্থ করা উচিত সেই বিষয়ে তোমাদের বলেছি - অমৃতবেলাতেই এটা ভাবো যে - 'আমি আজ্ঞাকারী বাচ্চা!' প্রতিটি কর্মের জন্য আজ্ঞা প্রাপ্ত হয়েছে। ঘুম থেকে ওঠার, ঘুমানোর, খাওয়ার, কর্মযোগী হওয়ার, সব কর্মের আজ্ঞা প্রাপ্ত হয়েছে। আজ্ঞাকারী হওয়া এটাই বাবা সমান হওয়া। ব্যস্! শ্রীমতে চলা, না মনমত, না পরমত। অ্যাডিশন যেন না হয়। কখনো মনমতে, কখনো পরমতে যদি চলবে তো পরিশ্রম করতে হবে। সহজ হবে না, কেননা মনমত, পরমত উড়তে দেবে না। মনমত, পরমত হলো বোঝা আর বোঝা উড়তে দেবে না। শ্রীমৎ ডবল লাইট বানায়। শ্রীমতে চলা অর্থাৎ সহজে বাবার সমান হওয়া। শ্রীমতে যারা চলে তাদেরকে কোনও পরিস্থিতি নিচে নিয়ে আসতে পারে না। তো শ্রীমতে কীভাবে চলতে হয় জানো তোমরা?

আচ্ছা - তো কুমার এখন কী করবে। নিমন্ত্রণ পেয়েছো তোমরা। স্পেশাল খাতিরদারি হয়েছে। দেখো, কত প্রিয় হয়ে গেছো। তাহলে এবারে ভবিষ্যতে কী করবে? রেসপন্ড করবে নাকি ওখানে গেলে ওখানের, এখানে এলে এখানের? এইরকম নয় তো না? এখানে তো খুব মজায় রয়েছো। মায়ার আঘাত থেকে সুরক্ষিত আছো, এমন কেউ আছে যার কাছে এখানে মধুবনেও মায়া এসেছে? এমন কেউ আছে যাকে মধুবনেও পরিশ্রম করতে হয়েছে? সেফ আছো, এটা ভালো। বাপদাদাও খুশি হন। সময় আসবে যখন ইউথ গ্রুপের দিকে গভর্নমেন্টের অ্যাটেনশন যাবে, কিন্তু তখনই যাবে যখন তোমরা বিঘ্ন-বিনাশক হয়ে যাবে। 'বিঘ্ন-বিনাশক'

কার নাম? তোমাদের নাম তো না! বিঘ্নের সাহস হবে না কোনো কুমারের সাথে মোকাবিলা করবে! তখন বলবে 'বিঘ্ন-বিনাশক'। বিঘ্নের হার যদিও বা হয়, কিন্তু আঘাত যেন না করে। বিঘ্ন-বিনাশক হওয়ার সাহস আছে তোমাদের? নাকি ওখানে ফিরে গিয়ে পত্র লিখবে - দাদি, খুব ভালো ছিল কিন্তু জানি না কী হয়ে গেল! এমন লিখবে না তো! এই খুশির খবর লেখো - ও. কে., ভেরি গুড, আমি বিঘ্ন-বিনাশক। ব্যস্! একটা শব্দ লেখো। বেশি লম্বা পত্র নয়। ও.কে.। আচ্ছা।

মধুবনেরও বিশেষত্ব বাপদাদার কাছে পৌঁছে গেছে। যারা মধুবনের তারা নিজের চার্ট পাঠিয়েছে। বাপদাদার কাছে পৌঁছেছে। বাপদাদা সব বাচ্চাকে, আজ্ঞা পালন করা আজ্ঞাকারী বাচ্চাদের নজরে দেখেন। বিশেষ কার্য পাওয়া মাত্র এভাররেডি হয়ে করেছে, এর জন্য তিনি বিশেষভাবে অভিবাদন করছেন। এটা ভালো, প্রত্যেকে নিজেরটা স্পষ্ট লিখেছে। (দাদির প্রতি) তুমিও রেজাল্ট দেখে ক্লাস করিও। নিজের অবস্থার চার্ট ভালো লিখেছো। বাপদাদা তো অভিনন্দিত করছেনই। স্বচ্ছ হৃদয়ের প্রতি সত্য সাহেব প্রসন্ন থাকেন। আচ্ছা–

চতুর্দিকের বাপদাদার আজ্ঞাকারী বাচ্চাদের, সদা বিঘ্ন-বিনাশক বাচ্চাদের, সদা সহজভাবে শ্রীমতে চলা বাচ্চাদের, যারা পরিশ্রম থেকে মুক্ত থাকে, সদা আনন্দানুভবে ওড়ে এবং অন্যদের ওড়ায়, সমুদয় ঐশ্বর্যের ভান্ডারে পরিপূর্ণ থাকে, যারা এইভাবে বাবার সমীপ আর সমান থাকে এমন বাচ্চাদের অনেক অনেক স্মরণের স্নেহ-সুমন আর নমস্কার। কুমারদেরও বিশেষ রূপে অক্লান্ত এবং এভাররেডি, সদা উড়তি কলায় যারা ওড়ে তাদেরকে বাপদাদার বিশেষ স্মরণের স্নেহ-সুমন ।

(বাপদাদা ডায়মন্ড হলে বসে থাকা সব ভাই-বোনকে দৃষ্টি দেওয়ার জন্য হলে পরিক্রমণ করলেন)

বাপদাদার প্রত্যেক বাচ্চার প্রতি অনেক অনেক স্নেহ-ভালোবাসা আছে। এমন যেন ভেবো না যে আমাদের প্রতি বাপদাদার ভালোবাসা কম আছে। হতে পারে তোমরা ভুলে যাও কিন্তু বাবা নিরন্তর সব বাচ্চার মালা জপতে থাকেন। কেননা, বাপদাদার সব বাচ্চার বিশেষত্ব সদা সামনে থাকে। কোনও বাচ্চা বিশেষ হবে না, সেটা নয়। প্রত্যেক বাচ্চা বিশেষ। বাবা কখনো একটা বাচ্চাকেও ভোলেন না, তো সবাই নিজেকে বিশেষ আত্মা এবং বিশেষ কার্যের জন্য নিমিত্ত, এইরকম মনে করে সামনে এগিয়ে যেতে থাকো। আচ্ছা।

*বরদানঃ-* সদা অধ্যাত্ম (আত্মিক) স্থিতিতে থেকে অন্যদেরকেও আত্মা দেখে 'রুহানী রুহে' গোলাপ ভব

রুহে গোলাপ অর্থাৎ যার মধ্যে সদা আধ্যাত্মিকতার সুগন্ধি থাকবে। যাদের অধ্যাত্ম সুগন্ধি রয়েছে তারা যেখানেই দেখবে, যাকেই দেখবে - আত্মাকে দেখবে, শরীরকে নয়। তো নিজেও সদা অধ্যাত্ম স্থিতিতে থাকো এবং অন্যদেরকেও আত্মা দেখো। যেমন বাবা উঁচু থেকেও উঁচু, তেমনই তাঁর বাগিচাও উঁচু হতে উঁচু, যে বাগিচার বিশেষ রূপসজ্জায় রুহে গোলাপ তোমরা বাচ্চারা। তোমাদের অধ্যাত্ম সুগন্ধি অনেক আত্মার কল্যাণ করে।

*স্লোগানঃ-* মর্যাদা লঙ্ঘন করে যদি কাউকে সুখ দিয়েছো তো সেটাও দুঃখের খাতায় জমা হয়ে যাবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;